তৃতীয় অধ্যায়

মেঘালয়ের সাময়িক পত্র-পত্রিকা : উন্মেষ পর্ব (১৯৬০-১৯৬৯)

মূল গবেষণার উন্মেষ এই পর্বের হাত ধরে শুরু হয়েছে। এই পর্বের কালসীমা মাত্র দশ বৎসর। সাময়িক পত্রের জীবনের অনুপাতে বিচার করলে এই সময় বোধ করি খুব অল্প সময় নয়। এই পর্বে পঠিত পত্র-পত্রিকা মেঘালয়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের এক নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কালের প্রবল প্রকোপে এদের মধ্যে অনেক পত্রিকাই লীন হয়ে গেছে বটে, তবে যা কিছু আছে তার থেকেই কান পাতলে ইতিহাসের মর্মর ধ্বনি শোনা যায়৷ জানা যায় আসাম রাজ্যের অধীনস্ত মেঘালয়ের বিশেষত গ্রীষ্মকালীন সদর শিলঙ রাজধানীতে বাঙালির ঐতিহ্যের কথা৷ কেমন ছিল বাঙালির সেই সমস্ত গৌরবের দিন ? নাটক, কাব্য, সাময়িকপত্রের ঢেউ সমস্ত শিলঙ তথা আসামকে র্পযন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল। আসামের ভয়াবহ 'বঙাল খেদা' আন্দোলন, ভাষার জন্য প্রাণ দিতে থাকা শহীদের কথা যেমন রয়েছে তেমনিই রয়েছে নাটকের 'কল্লোল যুগের' কথা। শুরু হয়েছে নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরিক্ষা। এই পর্বে নাট্য বিষয়ক সেমিনার, সমালোচনা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়৷ র্য়েছে উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের অজস্র বিবরণ। কোলকাতার কাব্য আন্দোলনের ছায়া এসে পড়েছে ভারতের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কাব্য শুধুমাত্র যে একান্ত বিষয় হয়ে উঠতে পারে - এই নবচিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। শুধু কাব্যকে সম্বল করে প্রকাশিত হচ্ছে 'উৎস', 'শিলঙের কবিতা'র মতো পত্রিকা সমূহ।

<u>প্রথম পরিচয় (১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৬৬, Jan 1960)</u>

আলোচ্য পর্বে প্রথম যে সাময়িক পত্রিকাটি আমরা পাই, সেটা হচ্ছে পরাগ দাশগুপ্ত ও নৃপতিধর চৌধুরীর সম্পাদনায় রচিত 'প্রথম পরিচয়'। পত্রিকাটির মোট দুটি সংখ্যাই বের হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাই পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য এই পত্রিকার পাতায় রয়েছে। যেমন - ডঃ হিরণ্য চন্দ্র ভূঞাঁর গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সালারের পদ গ্রহণ, মিজোরামের দুর্ভিক্ষ, উত্তর সীমান্তে চীন হানাদারদের আতঙ্কপত্রিকাটির ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে, পত্রিকাটি পৃষ্টা সংখ্যা ৮২ থেকে শুরু হয়েছে। বোধ করি পূর্বের সংখ্যা ৮১ তে শেষ হয়ে থাকবে।ভিন্নস্বাদের কিছু গল্প পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রতিটি গল্পই মৌলিকত্বের দাবীদার। ঘটনার বিবরণে, লেখনীর পারিপাট্যে গল্পগুলো বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন – প্রদীপ দাশগুপ্ত - বিহুতলী, অর্চ্চনা রায় বর্মন - নির্মোক, বনমালী গোস্বামী - সঙ্গিনী, শৈলেন কুমার দত্ত – ফল্গু ইত্যাদি। অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতাও পত্রিকাটিকে অলংকৃত করেছে। এছাড়াও রয়েছে কিছু প্রবন্ধ। শ্যামাদাস ভট্টাচার্যের 'নাটক ও অভিনয় প্রসঙ্গে' তথা 'হেড়ম্বরাজ্যের ইতিহাস' প্রবন্ধ দুটি অতন্ত্য সুখপাঠ্য ও এতে জানবার অনেক কিছু রয়েছে । এইপত্রিকার বেশিরভাগ লেখক-লেখিকারাই বহিরাগত । কাছাড়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার রচয়িতাদের লেখা এই পত্রিকায় রয়েছে।

পত্রিকাটিতে বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখা যায়। সমস্ত বিজ্ঞাপনই বাণিজ্যিক। প্রচ্ছদ পৃষ্টায়ও বিজ্ঞাপন রয়েছে।

আমরা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পত্রিকার প্রথমে কবিতা তারপর ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশিত রচনার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কবিতাঃ

এক, দুই, এগারটি তারা (নবকান্ত বরুয়া),

'দিনের কবর হতে মরাচাঁদ উঠে আসে

এখনো রয়েছে দেহে মাটির কলুষ - দিনের কালিমা' [১]

প্রথম নায়িকাকে (জগৎবন্ধু ঘোষ)

'নিমগ্ন ভীরু ঠোঁটে হেসো,

চুম্বনে তনু অবনতা

অবিরত মূক ভালবেসো

চোখে জ্বেলো প্রেম আদিমতা''।[২]

স্মৃতিকণা (মণীন্দ্র রায় (শিলচর))

'স্তব্ধ দুপুরে আমি তন্ময়

একটু ধূপের গন্ধে আমি বিভোর

মুক্তোর মত ঝকঝকে চিন্তায়

আমি স্বর্গের ছায়াচিত্র দেখি'।[৩]

ছবি (সুনন্দা ধর)

জীবন মরণ দুই তীরে লয়ে জীবন নদীর ধারা

অশান্ত কোন প্রাণের প্রবাহ ছুটিয়াছে দিশাহারা।

পটের উপর এই ছবিখানি

আঁকিয়াছে কোন সুরকবি জানি

একটি তুলির গোপন মনের সাতরঙ্গা পথহারা'।[৪]

এছাড়াও সৈয়দ আবদুল মালিকের রচনার অনুবাদ করেন উমাদাস ভট্টাচার্য 'কয়েকটি অপ্রকাশিত প্রেমপত্র' নামে – তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

ছোটগল্পঃ –

বিহুতলী– যুবতী সুন্দরী মেয়ে টগরের বাবা ভজাই গাঁওবুড়া টগরকে নিজের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়ে আপত্তি জানায় ও শেষে বদন নামে এক বন্যায় সর্বস্ব খোয়ানো ছেলের হাত ধরে বিহুর দিন পালিয়ে যায়। কিন্তু ভয়ংকর রাগী ভজাই কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাগে না --- বরং পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে মেয়ের পছন্দের সম্মতি দিয়ে তাদের ফিরে আসার অপেক্ষা করে।

সঙ্গিনী– কুলীর ছেলে হরিয়া বাগানের সাহেবের ড্রাইভার, কিন্তু বিয়ের পর নতুন স্ত্রীর প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সু মনকে বশ করে শীতের কনকনে রাত্রে সাহেবের তলবে কাজে বেরোতে হয়। ছুটি পাওয়ার জন্য হরিয়াএ ক চমকপ্রদ কান্ডকরে। গাড়ি এক্সিডেন্ট করে দশদিনের ছুটি আদায় করে নেয়। মৌলিক গল্প।

ফল্গু - এক ডাকাত সর্দার শুধু একটি শিশুর স্নেহে কীভাবে একজন পিতা হয়ে যায় তারই কাহিনি। শেষে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে একটু শান্তির সন্ধানে। করুন কাহিনি মনকে ছুঁয়ে যায়।

নির্মোক - একটি আপাত রোমান্টিক কাহিনি। গল্পের নায়িকা নীলা জীবনের অনেক চাপান উতোর দিয়ে বয়ে এসে আজ যদিও বা একটু স্বস্তির মুখ দেখেছে এমন সময় অফিসের মালিকের লুব্ধ দৃষ্টি তার জীবনকে বিষময় করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সে বেছে নেয় মৃত্যু। কিন্তু সহজ আত্মহত্যা তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ এতে তার দুঃসময়ের আশ্রয়দাতা মামা, তার সংসার, নিজের মা, ভাই সকলেই পড়বে বিপদে। উপায় হিসাবে সে ডঃ রায়-এর কাছে

শ্লথ মৃত্যুর ঔষধ ভিক্ষা করে। তিনিমাসের পরিসরে ডঃ রোগীর সঠিক চিকিৎসা নির্ণয় করেন ও তাকে বিয়ে করে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি দেন।

প্রবন্ধ -নিবন্ধ

হেড়ম্বরাজ্যের ইতিহাস– বিজয় ভট্টাচার্য – একটি তথ্যমূলক রচনা। ভারতের পূর্ব দ্বারে আসাম রাজত্বের একটি জেলা কাছাড়। প্রধানত বাঙালিদের সঙ্গে কাছাড়ে বিভিন্ন উপজাতিরও বাস। সেই কাছাড়ের 'হেড়ম্ব বর্মনরাই' যে মহাভারতের ভীমের স্ত্রী হিড়িম্বার বংশজ তার এক তথ্যমূলক বিবৃতি এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ প্রণীত "রাস লীলামৃত", 'হেড়ম্ব রাজমালা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত কাছাড়ের পৌরাণিক ইতিহাস এইরূপভাবে পাওয়া যায় যে, মহাভারতে উল্লিখিত আছে - পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় দ্বিতীয় পান্ডব ভীমসেন কাছাড়ে কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং হেড়ম্বরাজের কন্যা হিড়িম্বার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মহাভারতে বর্ণিত ঘটোৎকচই এই হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। দক্ষিণ কাছাড়ের "হেড়ম্ব বর্মণরাই", এখন ভীমসেনের বংশধর "হেড়ম্ব ক্ষত্রিয়" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছেন৷ দক্ষিণ কাছাড়ে বর্তমান তাহাদের সংখ্যা ২০ হাজারেরও অধিক।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শর্তাবলী, দলিলপত্র, সনদ প্রভৃতি হইতেও কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস কিছু কিছু উদ্ধার করা হইয়াছে। "The HaidimbaiBarmans of South Cachar are the survivors of the ruling races of Cachar of the past. From the earliest time they had been glorious rulers and conquerors in the province of Assam. They built towns and cities as well as the remnents of which are

still in existence in different parts of Assam ……..” হেড়ম্ব রাজবংশের শেষ রাজধানী হিড়িম্বাপুর অথবা ডিমাপুরে’।[৫]

নাটক ও অভিনয় প্রসংগ– ডঃ শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য - শিলঙ-এর নাট্যাভিনয় ও নাটকের বিস্তার প্রচার–প্রসার সম্পর্কে এই প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। প্রাবন্ধিক নিজেও অভিনয় করতেন। ফলে তার প্রখর দৃষ্টি নাটকের শুধু নান্দনিক দিকই দেখেনি – ত্রুটিগুলোরও স্পষ্টীকরণ করেছে। নাটক সম্পূর্ণ হতে গেলে এক সুচারু রঙ্গালয় আবশ্যক হয়ে পড়ে৷ বিদেশে নাট্যমঞ্চগুলো সরকারের অনুগ্রহ লাভ করে ফলে মঞ্চাভিনেতা শুধু অভিনয় করা ছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা করবার সুযোগ পান - যা ভারতবর্ষে দুর্লভ। এ বিষয়ে ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন - ‘নাট্যসাহিত্যের উন্নতির জন্য নাট্যশিল্পের উন্নতির প্রয়োজন; কাজেই এই শিল্পের পরীক্ষাগার নাট্যমঞ্চগুলির আশু পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আবার বলছি এখানে সকলের স্বার্থ জড়িত। লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে থিয়েটারের জুড়ি নেই। বার্ণাড শ বলতেন –“Theatre is the factory of thought, a promoter of conscience, an elucidator of social conduct, an armoury against despair and dullness, and a temple of the Ascent of Man.” [৬]

এ ছাড়াও রয়েছে শ্রী শ্রীমা (নৃপতিধর চৌধুরী), বিহু (সত্যেন্দ্র মজুমদার), পৌষ পার্বণ (অশ্বিনী কুমার শর্মা) ইত্যাদি প্রবন্ধ।

পূর্ণিমা দত্তচৌধুরীর ‘রূপ না দিলে যদি’ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত দেখতে পাই। দিব্যেন্দু কিশোর গুহের ‘অপরাধী’ নাটকের শেষপর্ব এই পত্রিকায় রয়েছে।

পত্রিকাটিতে পুস্তক সমালোচনা, (আসামের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা), সাংস্কৃতিকী (শিলঙ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড) ও সম্পাদকীয় তো রয়েইছে।

সীমান্তের কথা – ১৯৫৯

সম্পাদক ছিলেন অমৃত বিশ্বাস ও সুধীর দাশগুপ্ত । কোন সংকলন হস্তগত না হওয়াতে পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের উক্তি থেকে এটুকু জানতে পারা যায় – "মূরজের আগে আরো দুটো কাগজ বেরোল, প্রথমটি 'সীমান্তের কথা' অনেক সম্পাদকের একজন ছিলেন আমাদের পদার্থবিদ অধ্যাপক অমৃতলাল বিশ্বাস অন্যজন অর্থনীতির অধ্যাপক সুধীর দাশগুপ্ত"।[৭]

সুরমা – ১৯৬১

পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কুলদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও বেণুমাধব গোস্বামী। নাম ছাড়া পত্রিকাটি সম্পর্কে আর কোনো তথ্যই জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এমনকি অনেক অনুসন্ধান করেও পত্রিকাটির একটিও সংখ্যা পাওয়া যায়নি।

উৎস (১৯৬২)

উৎস নামে একটি পত্রিকা বেণুমাধব গোস্বামী, বিজিৎ ভট্টাচার্যের ও বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের সম্পাদনায় শিলঙ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি মুখ্যতঃ কবিতা পত্র ছিল। পত্রিকাটি সাইক্লোষ্টাইলে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন আসামের রাজধানী থেকে কবিতা পত্র প্রকাশের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। কালের গর্ভে নিমজ্জমান এই পত্রিকাটির কোন সংখ্যা গবেষক হস্তগত করতে পারেননি । তাই পত্রিকাটি সম্পর্কে শ্যামাদাস ভট্টাচার্যের 'শিলঙ-এর বাঙালী' গ্রন্থে উদ্ধৃত লাইন কয়টি সংযোজন করা প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করি। "ষাটের দশকে শিলঙে বীরেন রক্ষিতের নেতৃত্বে কাব্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালে তিনি সাইক্লোষ্টাইল করে 'উৎস' নামে একটি কবিতা পত্র বের করে ছিলেন।

এটি শিলঙের প্রথম কবিতা পত্র। সাত-আট সংখ্যা প্রকাশের পর 'উৎস' বন্ধ হয়ে যায়"।[৮] (পৃ ২৪৬)।

ছবি গান ও কবিতা (১৯৬২)

সম্পাদক আশিষ দত্ত। উৎসের সমসাময়িক। তবে নির্ভুল তথ্য ও কোন সংখ্যা পাওয়া যায়নি বলে এই পত্রিকাটি সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়।

মূরজ (১৩৬৭) – ২৫শে বৈশাখ ১৯৬১ মে

স্বল্পায়ু হওয়া সত্বেও এমন একটি পত্রিকা যা প্রশংসার দাবী রাখে তা হচ্ছে বেণুমাধব গোস্বামী, বিজিৎ ভট্টাচার্য ও কুলদা প্রসাদ ভট্টাচার্যের সম্পাদিত পত্রিকা মূরজ।

১৯৬০-৬১ দশকে যখন 'বেংগল খেদাও'- এর জন্য সমগ্র আসামের বাঙালির জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে সেই সময় সমগ্র আসামের বাঙালিকে একসূত্রে গাঁথবার ভাব আদর্শ নিয়ে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়াও তৎকালীন আসামের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছিল৷ ভাষা আন্দোলনের সেই পর্বে শহীদ হতে থাকা বাঙালির পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই সময় পত্রিকাটি অপ্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করে গেছে৷ তাই পত্রিকাটির প্রচ্ছদপটেই লেখা থাকত 'মোদের গরব মোদের ভাষা আ মরি বাংলা ভাষা'। শ্রী বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার 'দিনান্তের বৈঠক' প্রবন্ধের প্রথম খন্ডে লিখেছেন – " ছাত্র আন্দোলনের উপযুক্ত সময়ে জড়িত হওয়া ছাড়াও আমাদের পত্রিকাকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাষার জন্য শপথ যেন আমরা নিয়েছিলাম।''

মূরজের প্রথম সংখ্যার নাম ছিল 'মৌসুমী রাগ'। সরকারি রেজিস্ট্রেশন নিয়মের আপত্তির জন্য পরবর্তীসংখ্যা থেকে পত্রিকাটি মূরজ নামে পরিচিত হয়। মূরজ মূলত দ্বিমাসিক

পত্রিকা ছিল। সম্পাদককুল শিলঙ ত্যাগ করে যাবার ফলে পত্রিকাটি মোট দুই বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। মোট সাড়ে সাতশ কপি পত্রিকাটি ছাপা হত এবং তা বিক্রিও হয়ে যেত। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পত্রিকাটি মোট দুই বৎসর চলেছিল।

মূরজ তথা মৌসমী রাগ'-এ কবিতার বাহুল্য নেই। যে ক'টি কবিতা আছে তার প্রত্যেকটি সুনির্বাচিত ও সুপরিকল্পিত। কবিতার নামে অবোধ্য বাক্যরাশির জঞ্জাল পত্রিকাটির কোন কবিতাই নয়। 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন খানে', 'জীবন', 'এই পার্কে' ইত্যাদি কবিতাগুলিতে ভাবের ভিন্নতা থাকলেও কাব্যের মূর্চ্ছনা পাঠকের হৃদয়ে সহজেই প্রবেশের পথ পেয়ে যায়। শুধু গম্ভীর বক্তব্যের কবিতাই নয়, 'এখানে'র মত লঘুচালের চপল কবিতাও আপন মর্যাদায় জায়গা করে নিয়েছে।

গল্পের ক্ষেত্রে কিছু গল্প খুব ভাল হয়েছে। যেমন - ঢেউ, তমাল কালো, যে লোকটা এখনো হাসছিল ইত্যাদি।

প্রবন্ধ-নিবন্ধের ক্ষেত্রে 'মূরজে' অবশ্যই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ এই পত্রিকার শোভাবর্ধনে সহায়ক হয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই রবীন্দ্র প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র মজুমদারের "মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম", অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্যের "নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ", নীরদবরণ গোস্বামীর "বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ", অধ্যাপক দিব্যেন্দুকিশোর গুহের "রবীন্দ্র সংগীত ও চিত্রকলা", কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্যের "আসামে রবীন্দ্রনাথ" ইত্যাদি প্রতিটি প্রবন্ধই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের উপর রচিত রচনাও দেখা যায়। যেমন - 'শিশুশিক্ষা'(সবিতা দাস), 'বৃষ্টি কেনো হয়' (কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য) ইত্যাদি। গভীর চিন্তন –মননের সঙ্গে নিবিড় অধ্যয়নের যোগেই এ হেন প্রবন্ধ রচনা সম্ভব। 'মূরজে'র প্রবন্ধ যে এই সমস্ত গুণ সমৃদ্ধ হবে এ

আশাতীত নয়। প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধের রচয়িতারাই অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাময়িক পত্রিকা হিসাবে 'মূরজের' উচ্চমান সম্পন্ন হওয়ায় কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও পত্রিকাটিতে যদি মেঘালয়ের জনজাতি, লোকজীবন সম্পর্কিত লেখা দেখা যেত তবে বোধকরি পত্রিকাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারতো।

শিলঙ এর কর্মকান্ডের হাল খবর ও সাহিত্য সমালোচনা এই পত্রিকার অবশ্যকীয় অধ্যায়ভুক্ত বিষয় ছিল।

কবিতাঃ

হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন খানে - *(মানস চৌধুরী)*

হেথা নয় অন্য কোথা
অন্য কোথা অন্য কোন খানে
তোমার সে বাণী
শুনেছিনু জীবনের কোন সে প্রভাতে।
চঞ্চল , ফিরিছি তাই , ফিরিছি খুঁজিয়া
তোমার আনন্দলোক - ঠিকানা সে নন্দনের
যার বাণী এনেছ বহিয়া।[৯]

এখানে - *(বিশ্বপতি গুপ্ত)*

উনি'রা বেরিয়ে যান সাড়ে ন'টাতেই
খাবার মতন করে মুখে কি কি গুঁজে।
ছোটরাও ইস্কুলে – কলেজে৷ ইনি'রা তখনও
এখানে বেরোন নাকো পড়শীর খুঁজে।

বিকেলের রোদ চড়ে পাইনের মগে।

দুধারের ফুটপাথে ঘরমুখো মুখের মিছিল

শ্রান্ত দেহ - ; দিনান্তের অবসাদ বয়ে -

কারাণীর কেরাভ্যান! শিলঙ-এর হিল ! [১০]

জীবন –(উদ্দালক)

নিশার স্বপন নয় , বাস্তবের বর্ম দিয়ে ঘেরা

এ জীবন দিবসের দুঃস্বপ্ন।

দিগন্তের ম্লানিমায় বিষাদের বিয়োগান্ত সুর

তবুও কিঙ্কিনী তোলে

অলক্ষ্যে অদৃশ্য নূপুর। [১১]

এই পার্কে – (জগদীশচন্দ্র দাস)

এই পার্কে কতবার এসে বসেছি,

এই চাঁদকে কতবার চেয়ে দেখেছি !

দূর থেকে মনে হয় মেঘেরা চাঁদের গায়ে পরশ বুলায়,

আমারও মনকে কত ভাবনারা যায় ছুঁয়ে যায়।

ধূলায় ধূসর এই মাটির পৃথিবী

কঠিন হলেও ভাল, যদি থাকে মৃত্তিকার প্রাণের দাবী

যাহাতে গাছের মত কচি যুবা দৃঢ়পত্র শাখারা গজায়

আর এই ঝিরঝিরে হাওয়া এসে কোথা থেকে

মৃদুমন্দ তাহাকে দোলায়। [১২]

গল্প

ঢেউ– রণধীর দেব

কারখানার চাকরি হারিয়ে বেকার সনাতন আজ অসুস্থ, রুগ্ন। স্ত্রী বিন্দু কর্পোরেশন স্কুলের সামান্য শিক্ষিকা। তার সামান্য আয়ে স্বামীর পথ্য, ঘরখরচার পর একমাত্র মেয়েকে পড়াবার সামর্থটুকু থাকে না। এমনকী শাড়ীর দাম বেশি বলে ফ্রক পরিয়ে ছোট করে রাখতে চায় মেয়েকে। শুধু বেঁচে থাকার আশায় নিয়ত জীবনযুদ্ধে হেরে যেতে থাকার কাহিনি। দুঃখজনক বটে, তবে বর্ণনার পারিপাট্যে কাহিনিটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তমাল কালো- সাত্যকি

এজি অফিসে চাকরী করা মিতবাক রাধা সেনঅরুন বাবুর মধ্যে দেখতে পায় কোন পরিচিত প্রিয় মানুষের ছায়া। মনের অজান্তেই তাকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে চায় শুধু সেই ছায়াকে কাছে পাবার উদ্দেশ্যে।

যে লোকটি এতক্ষণ হাসছিল– বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য

যাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে পাগল মনে হয়, গভীরে সে কি তাই? এই মুখোস পরা জনমানসের আড়ালে কিছু সত্যিকারের মানুষ, মাত্র পাগল হয়েই থেকে যায়। অন্তরের আঘাত পাগলকেও ক্ষণিকের জন্য চমকে দেয়৷ ভিজে যায় পাগলের চোখ। কাহিনি হলেও মানবমনের অন্তগূঢ়তা কাব্যিক মূর্চ্ছনায় বাঙময় হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও যারা ভালো লিখেছেন, তারা হচ্ছেন - পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য (নির্মোক), অরুনাভ (অমিয় গরল ভেল), বিজয় মাধব ভট্টাচার্য (ইঙ্গিত) ইত্যাদি।

প্রবন্ধ:

প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের ছবি কথাটাকে স্পষ্ট করে। ফলে বেশির ভাগ প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত হয়েছে। সমস্ত প্রবন্ধই অতি উচ্চমানের। সমসাময়িক কালের বিদগ্ধ পন্ডিতমন্ডলী এই সমস্ত প্রবন্ধের স্রষ্টা ছিলেন।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ – *অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য*- " রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক পরিশীলিত চিন্তাধারা বাস্তবকে অতিক্রম করে যায়নি কখনো। তবে বাস্তবকে রূপায়নের ক্ষেত্রে তার সংহত স্থিরতা নাটকের রসপূর্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এ প্রসংগে বিজয় ভট্টাচার্য তার 'নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলেছেন –" রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে কি ভাবে treatment করতেন এবং বাস্তব ও আদর্শের কি ভাবে সমন্বয় সাধন করতে নাট্য ধর্মকে আরও মহিমময় করে গেছেন, সেটা আরও একটু আলোচনা করা যাক । রাজা ও রাণী নাটকে গল্প আছে, চরিত্র বিশ্লেষণ আছে, পরিপাট্যআছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় সংঘাতকে আদর্শেরই সংঘাত করে রেখেছেন এবং বাইরের স্থূল সংঘাতকে নাটকে বড় করে তোলেননি"।[১৩]

আসামে রবীন্দ্রনাথ– কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য - "আর পাহাড়ের রাণী শিলঙ তাঁকে টেনে আনতে পারল না। কিন্তু ভাল লেগেছিল তাঁর শিলঙ তথা আসাম । আসামের কোন ছেলে শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলে কবি তাকে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তার মধুর স্মৃতি বর্ণনা করতেন। সময় ছিল না হাতে তাই আবার শিলঙ বা আসাম সফরে বেরোতে পারতেন না বলে দুঃখ করতেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতি এখানে অম্লান হয়ে আছে। তাই বলি –

এসো কবি অখ্যাত জনের নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার;

প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার

অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি

রসে পূর্ণ করি দাও তুমি

* * * * * * *

আমি বারংবার

তোমারে করিব নমস্কার"।[১৪]

শ্রীহট্টের লোকগীতি - অধ্যাপক ক্ষীরোদ দাস। -অধুনা লুপ্তপ্রায় শ্রীহট্টের লোকগীতি সম্পর্কে এই প্রবন্ধটিতে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।তথ্য সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধে শ্রীহট্টের লোকগীতির ভান্ডার লোকসমক্ষে প্রকাশিত হতে না পারার আক্ষেপ রয়েছে।- "দীনেশচন্দ্র সেন বা আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের মত কোন সাহিত্যরসিক এই জেলার লুপ্তপ্রায় কবিত্ব ভান্ডার হইতে গাথা কবিতার মণিমুক্তা চয়ন করিতে অগ্রসর হন নাই; তাই এই জেলার গাথাকাব্যগুলি আজও লোকলোচনের অন্তরালবর্তী, হয়ত কোন একটি সমাধি গহবরে চিরসমাহিত। ------- এই কবিতাগুলির অঙ্গীরস করুণ তাহার বেদনাবিধুর স্মৃতি আজও চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলে। যখন স্মরণ করি ----

"বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায়

সোনার পুরী আন্ধার করি লুকাইলে কোথায়?

আরীয় কান্দে, পরিয়ে কান্দে, কান্দে বাবুর মায়।

দোতালার উপরে কান্দে রাজমণি বেশ্যায়"।[১৫]

বৃষ্টি কেন হয় - কুলদা প্রসাদ ভট্টাচার্য।----"জলীয় বাষ্প যখন আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় – তখন তাপ কমিয়া যাওয়ার ফলে বাতাসে অবস্থিত ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়াই জলের সৃষ্টি

হয়। সেই জলকণার পতনের সংগে ধূলিকণাও নীচে পড়িয়া যায়। - এইভাবে সমস্ত ধূলিকণা বাতাস হইতে দূরীভূত হইয়া গেলে তখন আর জলীয় বাস্পের আয়তন বৃদ্ধি সত্বেও বাতাসে কুয়াশার সৃষ্টি হয় না। - কাজেই ধূলা যদি বাতাসে উড়িতে না পারিত - তবে আর পৃথিবীতে কোন দিনই বৃষ্টি হইত না। বৃষ্টিবিহীন বিরাট পৃথিবীটা একটা সাহারা – ভাবিতেও ভয় হয়"।[১৬]

<u>পূর্বভারতী (১৯৬৯ অক্টোবর, আশ্বিন ১৩৭৬ – ১৯৭০ এপ্রিল, বৈশাখ ১৩৭৭)</u>

পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন বিভাবসু শাস্ত্রী। পরবর্তী সংখ্যা থেকে যুগ্ম সম্পাদক হন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও রণজিৎ নাগ। পত্রিকাটি বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র দুইটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি শুধুমাত্র শিলঙেই নয় সমগ্র আসামে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিল। পত্রিকাটিতে কিছু কবিতাগুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায়। শিলঙের কাব্য আন্দোলনের পূরধা ছিল এই পত্রিকাটি।

গবেষকের হস্তগত সংখ্যাটি বেশ বিরাটকায়। সংখ্যাটিতে মোট ১৩৫ পৃঃ রয়েছে।

পূর্বভারতী' তে অতি উচ্চমানের বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। বিদগ্ধ চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকদের নিরলস অধ্যয়ণ ও গভীর মননের ছাপ প্রতিটি রচনায় বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে। 'সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম ইঙ্গিত', 'কান্ত কবির হাস্যরস', 'বাঙ্‌লা পুঁথির তালিকা সমন্বয়' ইত্যাদি প্রবন্ধ দেশের যে কোন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু খাসিয়া সাহিত্য, সসো থাম, সাদ সুক, মিনিসিয়েম ইত্যাদি রচনা সমূহ পত্রিকাটিকে আলাদা মর্যাদা দান করেছে। সাময়িক পত্রিকা যে হেতু কোন একটা অঞ্চল থেকে গড়ে ওঠে সেইহেতু সেই দেশ-কাল-সমাজ-মানুষের ছায়াপাত, যে পত্রিকায় যত বেশি দেখা যায় সেই

পত্রিকা তত বেশি কালজয়ী হয়ে উঠে। কারণ এই সমস্ত রচনা একটি পত্রিকার বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করে তথা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তারে সহায়ক হয়ে উঠে।

যে দু-এক টি গল্প রয়েছে তা মূলত বিভিন্ন লোককথাকে কাহিনি আকারে পরিবেশিত হয়েছে৷ মৌলিক কোনো গল্প দেখা যায় না।

এছাড়াও সম্পাদকীয় ও সাহিত্য সমালোচনা বিভাগ তো রয়েইছে।

তৎকালীন কিচ্ছু বিশিষ্ট পত্র পত্রিকার উক্তি পত্রিকাটি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ভাবে জানতে সাহায্য করবে।

"দেশঃ - শিলঙ থেকে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা এই প্রথম নয়। সদ্য প্রকাশিত আলোচ্য পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য আছে ভিন্ন দিক থেকে। পত্রিকাখানি সিরিয়াস ধরণের এবং এটা সদিচ্ছা প্রণোদিত। কারণ এদের আদর্শ হচ্ছে পাঠককে তাঁর স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদ্বোধিত করা। এবং এই আদর্শ রক্ষায় যে এরা সিরিয়াস, তার দৃষ্টান্ত প্রথম সংখ্যাতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রতিবেশি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো মূল্যবান সুলিখিত প্রবন্ধাবলী পত্রিকাখানির সমাদর বাড়াবে। স্বাগত জানাবার মতো একটি মহৎ প্রচেষ্টা"। (পাঠকগোষ্ঠীঃ- পূর্ব ভারতী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা – পৃঃ ১৩৪)

"**HindusthanTimes :-** …… The very first issue of the magazine is an achievement, which will be remembered long by those who have been fortunate to go through it even if, god forbid, there be no Second issue of the magazine…… Infact, 'Purba-bharati' is a dream which has come true to the biggest Surprise to her own begetters

…….. about a thousand miles away from the only 'Cultural market' of Bengal, i.e. Calcutta, …… a magazine distinct from all others, a magazine which will concentrate on things Eastern Indian, the immensely important subject which had so far being ignored by all other paper and Publications; a magazine to be named The Eastern Muse, …… 'Purba-Bharati' is neither flippant nor very Sobre. Serious subjects have been dealt with facile pens and all the pieces are immensely readable, besides being informative and critical …… But the main concern of the journal is with the Eastern Tribals and in her very first appearance 'Purba-Bharati' has brought all these distant relations of ours nearer …… Bengali language has magazines on almost every subject under the sun, it required one on its eastern neighbours. 'Purba-bharati' has filled the Vaccum adequately and competently." (পাঠকগোষ্ঠীঃ- পূর্ব ভারতী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা – পৃঃ ১৩৫)।

আমরা পর্যায় ক্রমে প্রতিটি পত্রিকার প্রথমে কবিতা তারপর ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশিত রচনার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

<u>কবিতা:</u>

একটি প্রার্থনা–(দেবকান্ত বরুয়া – অনুবাদ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত)

আত্মদীপ দেখাবে কি পথ?

তথাগত, জোনাকীর মতো জ্বলে অন্তরে আমার

অস্থির আলোক,

সে আলোয় কেমনে দেখাব পথ?

স্বপ্ন আর স্বপ্নহীনতার মাঝে

ক্লান্তির মৃত্যুর এই ক্রুর অন্ধকার ,

কে জেনেছে তার উন্মোচন?

সমগ্র চৈতন্যে ব্যাপ্ত মূঢ় জড়তার নাগপাশ;

তা থেকে উদ্ধার আজ কিসে ?[১৭]

এছাড়াও রয়েছে রামেন্দ্র দেশমুখ্য, শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের কিছু কবিতা।

গল্প

একটি ফুলগাছের জন্ম – বেণু গোস্বামী - মণিপুরের একটি লোককাহিনি । রাজকুমারী থোইবী আর খাম্বার করুণ কাহিনি অসাধারণ পারিপাট্যে পরিবেশন করা হয়েছে।[১৮]

এ ছাড়াও রয়েছে - খাসিয়া লোককথা ***পাসিন্টু***[১৯], অরুণাচলের লোককথা ***প্রজাপতির জন্ম***[২০] ইত্যাদি।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম ইংগিত– বিভাবসু শাস্ত্রী।

- একটি বহুমূল্য প্রবন্ধ। অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে রম্য ভংগীতে প্রবন্ধকার নিজের বক্তব্য রেখেছেন। - "ইংগিতের বিষয় ভাবের বহিঃপ্রকাশ। আমার নিরালম্ব প্রেম তোমাতে ভর করেছে, তুমিই আমার 'আলম্বন'। ... । উদ্বুদ্ধ রতিভাবের বহিঃপ্রকাশ হলে বলে ইংগিত অনুভাব। অনুভাব দুই রকমের, একটি স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ংক্রিয়, অন্যটি বুদ্ধি প্রযুক্ত। প্রথমটি নৈসর্গিক অপরটি কৃত্রিম। অকৃত্রিমের অনুভাব হৃদয়ে আবেগের ফলে কতকগুলি স্বাভাবিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া। সংখ্যায় আটটি বলে ধরা হয় , নাম সাত্বিকভাব।

স্তম্ভ আ অঙ্গের জড়তা আড়ষ্টতা, স্বরের বিকৃতি, মুখ চোখের বর্ণ বিপর্য্যয়, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, সুশ্রু ও চরম ও পরম চৈতন্য লোপ।

সবকটিই যে একত্রে একভাবে দেখা দেয় তা নয়। আবেগের প্রকৃতি ও তীব্রতার উপর তাদের পৃথক বা যৌথ সমাবেশ নির্ভর করে৷ খালি প্রেমেরই নয়, নয়টা, স্থায়ীভাবের যে কোনটারই আবেগে, তা সে, ক্রোধ, উৎসাহ, বিস্ময়, ভয়, জুগুপ্সা, হাস্য বা নির্বেদই হোক না'।[২১]

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম – জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী ।----বিদগ্ধ পন্ডিত জ্যোতিরিন্দ্র নাথের এই প্রবন্ধটিতে অনেক অমূল্য তথ্য রয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি –"বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের আগে তিব্বতে বোন বা বোনপো ধর্ম প্রচলিত ছিল। শুধু তিব্বতে নয় এই ধর্মের বিস্তার ছিল সমগ্র মধ্য এশিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম তুর্কী স্থান, মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত। আজ যাকে বৈকালোত্তর তুংগু জাতি বলা হয়ে থাকে যেমন অরোছিল, ইয়াকুট, গিলিয়াক এবং জাপানের আইনু তাদের মধ্যে এই ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। এই ধর্মের মূল কথা ভূতপ্রেত, নানা অপদেবতা এবং উপদেবতার বিশ্বাস। কোন ধর্মের প্রকৃতি নির্ণয় করে নৃতাত্ত্বিকেরা এর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'Animist – Shamanist'। শামান (Shaman) একটি তুংগু (Tungus) শব্দ যার মাঞ্চু প্রতিশব্দ সামরাম্বি (Samarambi)। তেমনি আবার মোঙ্গলিয় (Mongol) ভাষায় সেটি সামরোজ (Samaraj)। পরে রুশীয় ভাষার মাধ্যমে 'Shaman' শব্দটির বহুল প্রচার এবং প্রচলন হয়"।[২২]

খাসিয়া সাহিত্য – বিভুভূষণ চৌধুরী।[২৩]

"অন্যান্য সব সাহিত্যের মত খাসিয়া লোকসাহিত্য প্রাচীনকাল থেকে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এছাড়াও খাসি সাহিত্য – উপকথা, লোকগীতি, প্রবাদ, ধাঁধা, প্রবচন

ছড়ায় সমৃদ্ধ ছিল। খাসিয়া সাহিত্যের মধ্যে –"পি আর টি গর্ডনের 'দি খাসিস', ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত এস ইলিয়াসের 'কি খানতাং উ বারিখ' (সেকালের গল্প) পুস্তকটি উল্লেখযোগ্য। ইহাতে নানা স্বাদের চল্লিশেরো অধিক গল্পের সমাবেশ। উ প্রিমরোজ দুইটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন 'সাও দেং কা লিং উই আর' (১৯৩৩) এবং 'কি খানতাং বাদ উ সিয়ার লাপালাং' (১৯৩৭)"।[২৪]

কবি সসোথাম– আই এম সাইমন – ইংরাজি থেকে অনুবাদ- অনুবাদক বিভাবসু শাস্ত্রী।

খাসি সাহিত্যের অতি বরেণ্য কবি ও সাহিত্যিক উ সসোথাম৷ তিনি অনেক বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেছিলেন নিজের মাতৃভাষায় তথা তার মৌলিক রচনার আঙ্গীরস সবসময়েই থেকেছে গীতিসুর। 'উ ট্রট' (কুকুরকে নিয়ে লেখা) কি খুন কা মারিয়াং (প্রকৃতির দুলাল) 'উ সামদ্যি বা কা বিরিআ উ বিএইং(নির্বোধ প্রপঞ্চ) ইত্যাদি কাহিনি কাব্যেও তার গীতিসুর বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়৷ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'কি ঙি বারিম উ হ্যিননিএউ ত্রেপ'(সাতকুটিরের মানুষের সেকাল) গড়ে ২৬ পংক্তির স্তবকে উদ্ভবেরকাহিনি বিবৃত হয়েছে, সর্গের নামগুলি সব ব্যঞ্জনাময় –সোনার দানা, ফুলের বাগান, প্রকৃতির রাজ্য, মেঘ, ভয়, রামধনু, মায়ের বাড়ী, বিদ্যাপীঠ, লামারে পাহাড়, স্বর্ণযুগ৷ নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে তিনি সত্যযুগ থেকে পাপ ও অধর্মের মধ্য দিয়ে আশার আলোর দিকে মানুষের বিবর্তনের পথের ছবি এঁকেছেন এতে৷[২৫]

এছাড়া এই পত্রিকায় বিচিত্র বিষয় নিয়ে নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখি, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন - আসামের বিহু (বীরেন তালুকদার)[২৬],সাদ সুক মিনসিয়েম(বেণু গোস্বামী)[২৭],বাঙলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য)[২৮], নেফার ব্যক্তিত্বা (অনুরাধা দেব)[২৯], কান্ত কবির হাস্যরস (শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য)[৩০], অসমীয়া নাটক (সত্যপ্রসাদ

বরুয়া)[৩১], কাব্রুতে বোধোদয় (ধ্রুব মজুমদার)[৩২], আধুনিক অসমীয়া কাব্যের ছন্দোবদ্ধ ও ছন্দে মুক্তি (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত)[৩৩], পদ্যনাথ বিদ্যাবিনোদ (রণজিৎ নাগ)[৩৪]।

এছাড়াও সম্পাদকীয় ও সাহিত্য সমালোচনা বিভাগ তো রয়েইছে।

শিলঙের কবিতা (১৩৭৬) (১৯৬৯, ১৭ নভেম্বর)

সম্পাদক ছিলেন রমানাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে শ্রীকান্ত ভট্টাচার্যের জায়গায় সম্পাদক হন পীযূষ ধর। প্রায় বার বৎসর পত্রিকাটি চলেছিল। মোট ৭-৮ টি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজেদের পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

পত্রিকাটি মূলতঃ কবিতা পত্রিকা। এ সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে – "কয়েক বছর ধ'রে বহির্বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে - বিশেষ ক'রে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে প্রধানতঃ এই দুই রাজ্যের বিভিন্ন কবিতাপত্রের মাধ্যমে"। - (১৭ই নভেম্বর ১৯৬৯ ইং)

তৎকালীন সাহিত্য পরিবেশে দাঁড়িয়ে এই কবিতা পত্র প্রকাশনা নিশ্চিতই দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু একদল তরুণ কবির কাব্যের প্রতি নিষ্ঠা পত্রিকাটিকে বলিষ্ঠটা দান করেছিল। আধুনিক বাংলা কবিতার সুর বিচিত্র – অভিব্যক্তির প্রকাশও তাই অভিনব। খুব অল্প কবিদেরই অনিভূতি প্রকাশের প্রয়াস সহজ ও সাবলীল হয়ে থাকে। আর আবেগের সংযম ও সুসংবদ্ধতা কবির জন্য অত্যন্ত জরুরি। 'কাব্য আন্দোলনের' পূরোধা এই পত্রিকাটির বেশিরভাগ কবিতাই সুবিবেচিত ও সুপরিবেশিত। কবিতাকে বুঝতে হলে বোঝা চাই কবিতার আড়ালের কথা, তার ইংগিত-ব্যঞ্জনা যা কিনা স্পষ্ট করে তোলে কবির প্রকাশভংগী, জীবনদর্শন, যুগযন্ত্রণা, সমাজচেতনা তথা সমকালীন রচনারীতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার

করলে – বোবা কাহিনি, প্রাণের মুখোশ পরে, শিলঙে শীতের প্রতিধ্বনি, একদিন সোনালী সন্ধ্যায় ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা। আধুনিক কবিতা মানেই অর্থহীন অবোধ্য কিছু শব্দের সমাহার – এই ধরনের ধারণাকে একটানে সরিয়ে দিয়ে কাব্যের মোহময় জগতে প্রবেশের দ্বার খুলে দেয় এই পত্রিকাটি। 'শিলঙের কবিতা' পত্রিকাটির নামকরণেও কাব্যিক সুষমা রয়েছে। প্রতিটি সংখ্যা হৈমন্তী, বাসন্তী, মৌসমী সংকলন নামে প্রকাশিত হয়েছিল। শিলঙ এর মত অঞ্চল থেকে এত উঁচুমানের কাব্য পত্রিকা সত্যিই বিস্ময়কর। পত্রিকাটির মানদন্ডের বিচার করতে হলে কবি বিষ্ণু দের কটা কথা তুলে ধরতে হয় যা তিনি পত্রিকাটি পড়ে বলেছিলেন – "শিলঙের কবিতা পেয়ে খুশি হয়েছি। ..... আমার অভিনন্দন জানবেন৷ কবিতাগুলির জন্যে এবং প্রবন্ধটির জন্যেও"।

দু-একটি প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে রয়েছে। সমস্ত প্রবন্ধের বিষয়ই কাব্য আধারিত।

প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে প্রকাশক বা সম্পাদক মণ্ডলী বিশেষ যত্নবান ছিলেন না।

কবিতা :

বোবা কাহিনি – (সত্যেন মজুমদার৷)

ঘুম নেই ক্লান্ত চেতনা তোলে হাই;
আরেকটি দিন জাগে পুরোনো পান্ডুর ;
প্রগলভ প্রলাপে আলো আপনা বিমুখ।
প্রত্যহের সৌরচক্রে আমি আকস্মিক একটি জীবনকোষ
আসিতেছে পুরুষানুক্রমিক দিনের আঙ্গিক।[৩৫]

প্রাণের মুখোস পরে - (রমানাথ ভট্টাচার্য)

প্রাণের মুখোস পরে মরণের নিত্য যাতায়াত।

কালের অশখ হতে

ঝরে গেছে অতিদূর বেবিলন সুমারের

সে-সবুজ পাতা,

মহেনঞ্জোদাড়োর নাই পূর্ণ পুরাবৃত্ত।[৩৬]

শিলঙে শীতের প্রতিধ্বনি– (শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য)

শীতের দৌরাত্মে কাঁপে দূরে কোন রাতের প্রহরী

অব্যক্ত আবেগ নিয়ে থরথর দেবদারুগুলি

কথা কয় আকাশের দেশে,

আনন্দ উচ্ছাসে।

জড়তার প্রতিনিধি উপখ্রার শীর্ণ স্রোত,

পাখিহীন বিকেলের দূত

মেঘখন্ডগুলি

ধীরে ধীরে এলোচুল মেলি

আরো দূরে সরে যায়

কী এক গোপন কথা কুয়াসার কাণে দিয়ে যায়।[৩৭]

একদিন সোনালী সন্ধ্যায়– (পীযূষ কান্তি ধর)

একদিন

বলাকার ডানায়

জানি,

আসবে সোনালী সন্ধ্যা

অনেক – অনেক স্বপ্ন নিয়ে

তোমার বাসর সাজাতে।

তখন

তোমার হাজার স্মৃতির

শবাধার মাঝে

আমিও হারিয়ে যাব।

আমার মালাটি সেদিন

ছিঁড়ে,

ধূলায় লুটিয়ে দিও।

আমার কবিতা গুচ্ছকে

অবহেলার যন্ত্রণা হতে

মুক্তি দিও;

সাজিয়ে তোমার হাতে

রক্তিম চিতা।

একদিন

সেই সোনালী সন্ধ্যায়।।[৩৮]

পর্দ্দা তুলো না- (রণবীর চক্রবর্তী)

পর্দ্দা তুলো না ,

সেই ভালো,

থাকতে দাও আড়ালে।

কেন?

লুক্কায়িত হৃদয়ের যে আবেদন

তাহার প্রকাশ নাই

পৃথিবীর আলো হাওয়া রোদ।

গোপনে তা জন্ম নেয়

গোপনে তা ঝরে,

রূপালী মঞ্চের পিছে

কালো যবনিকা।

কেন তবে শুধু শুধু

এই ভংগী, এই ভাবে

বাঙময় আলোর মুখোশ

পায় না পায় না সত্য

একটুকু পথ।[৩৯]

সমান্তরাল – (শৈলেন সাহা)

ওরা ফিরে গেছে

বুকে এঁটে প্রতিজ্ঞার বিজ্ঞাপন --------

কাজ বন্ধ,

কর্ম বিরতির জন্য সেপ্টিপিন

জামার ছেড়াঁয় আটকায়,

আবার লাইন আসে ময়দানে৷

স্তম্ভটাও উর্দ্ধবাহু হ'য়ে

সপ্রতিভ ঘোষণা জানায় বাঁচার ইঙ্গিতে।[৪০]

<u>প্রবন্ধ-নিবন্ধ</u>

সাম্প্রতিক কাব্যের ছন্দ ও ছন্দহীনতা - বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত।----- চরিত্র ও চেহারায় বদলে যাওয়া কাব্যরীতি ছন্দহীনতা, গদ্যছন্দ অনেক সময়েই কবিতাকে করে তোলে দুর্বোধ্য। প্রাবন্ধিকতাই বলেছেন কবিতা পাঠ ও চর্চ্চার বিষয়৷ ছন্দের এই পরিবর্তন ও পরিক্রমণ সম্পর্কে এই প্রবন্ধে বলা হচ্ছে --"রবীন্দ্র নাথ ছড়ার ছন্দের কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ছড়ার সংগে পয়ারের পরিণয় সম্ভাবনার দিকটাও তুলে ধরলেন। আর তাই কতোকাল পরে আধুনিক কবিরাকোমর বেঁধে এই ছন্দে প্রচুর লিখতে লাগলেন৷ ধবনি প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিষ্ণু দে-র আশ্চর্য সফলতার পরও ঐ ছন্দের প্রতি সাম্প্রতিক কবিদের সলজ্জ চাহনি দেখবার মতো। ছন্দের ওই একটা দিকেই যেন কবিরা আজও খাটো হয়ে আছেন, অন্যদিকেরবীন্দ্রনাথের পর, গদ্যছন্দের আধিপত্য বেড়েছে বই কমেনি। রীতির বিচারে আপাতদৃষ্টে গদ্যছন্দ খানিকটা দলছুট বটে, তবে ভাষার উচ্চারণ ও লয়ের বিচারে এ ছন্দ বহুলাংশেই তানপ্রধান রীতিরই আত্মজ"।[৪১]

আধুনিক কবিতাঃ মার্কিনী - সত্যেন মজুমদার।---"সাম্প্রতিক মার্কিনী কবিতার ভাব ভঙ্গী আধুনিক জটিল জীবন পরিবেশের জলছবি ; কুটিল তার ছন্দ গঠন, মার্জিত কিন্তু শ্লেষোক্ত তারবক্তব্য,চরণক্ষেপ নির্দ্দিষ্ট, জটিল ভাবগাম্ভীর্যে গৌরবান্বিত, সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহাসিক উল্লেখে সমৃদ্ধ, তার ভাষা প্রচলিত ধারানুগ, দৃষ্টি ভংগী নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বভাবনায় উদ্বিগ্ন, কাব্য-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই কবিতার সুশৃঙ্খল বাঁধুনি শ্লেষে দীপ্ত বুদ্ধিতে ভাস্বর, এর ভাষা প্রয়োগ-নৈপুন্যে বাকসর্বস্ব, তবুগভীর ভাবার্থে ও ব্যঞ্জনায় একাগ্র ও সংহত"।[৪২]

সূত্র-নির্দেশ

[১]এক, দুই, এগারটি তারা, নবকান্ত বরুয়া, *প্রথম পরিচয় ,১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ-১০১*

[২]প্রথম নায়িকাকে, জগৎবন্ধু ঘোষ, *প্রথম পরিচয় ,১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ-১০২*

[৩]স্মৃতিকণা, মণীন্দ্র রায় (শিলচর), *প্রথম পরিচয় ,১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ-১০৩*

[৪]ছবি, সুনন্দা ধর, *প্রথম পরিচয় , ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ-১০৩*

[৫]হেড়ম্বরাজ্যের ইতিহাস– বিজয় ভট্টাচার্য প্রথম পরিচয় ,১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ-৮৯

[৬]নাটক ও অভিনয় প্রসংগ– ডঃ শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য প্রথম পরিচয় ,১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ-৯৩

[৭]দিনান্তের বৈঠক', বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, পান্ডুলিপি সাহিত্য পত্র।

[৮] 'শিলঙ-এর বাঙালী' - শ্যামাদাস ভট্টার্চায (পৃ ২৪৬)

[৯]হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন খানে, *মানস চৌধুরী,* মৌসমী রাগ, পৃ – ২৭

[১০]এখানে - বিশ্বপতি গুপ্ত,মৌসমী রাগ, পৃ – ২৮

[১১]জীবন–উদ্দালক,মূরজ, বৈশাখ-জৈষ্ঠ সংখ্যা, পৃ - ২৬

[১২]এই পার্কে-জগদীশচন্দ্র দাস,মূরজ, বৈশাখ-জৈষ্ঠ সংখ্যা, পৃ - ১৬

[১৩]নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, *অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য*, মৌসমী রাগ, পৃ–১৫

[১৪]আসামে রবীন্দ্রনাথ – কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মূরজ, বৈশাখ-জৈষ্ঠ সংখ্যা, পৃ - ৯

[১৫]শ্রীহট্টের লোকগীতি - অধ্যাপক ক্ষীরোদ দাস। মূরজ, বৈশাখ-জৈষ্ঠ সংখ্যা, পৃ - ২২

[১৬]বৃষ্টি কেন হয়- কুলদা প্রসাদ ভট্টাচার্য। মূরজ, বৈশাখ-জৈষ্ঠ সংখ্যা, পৃ - ৩৯

[১৭]পূর্ব ভারতী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা – পৃঃ ৯০

[১৮]একটি ফুলগাছের জন্ম – বেণু গোস্বামী। পূর্ব ভারতী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা – পৃঃ ১০০।

[১৯]পাসিন্টু - খাসিয়া লোককথা। প্রাগুক্ত – পৃঃ ১০৪

[২০]প্রজাপতির জন্ম – উমা বাগচি। প্রাগুক্ত – পৃঃ ১০৭

[২১]সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম ইংগিত – বিভাবসু শাস্ত্রী৷ প্রাগুক্ত – পৃঃ ৬

[২২]তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম – জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী। পূর্ব ভারতী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা – পৃঃ ৪১

[২৩]খাসিয়া সাহিত্য – বিভুভূষণ চৌধুরী। প্রাগুক্ত - পৃঃ ১৭

[২৪]খাসিয়া সাহিত্য – বিভুভূষণ চৌধুরী। পূর্ব ভারতী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা – পৃঃ ১৭

[২৫]কবি সসোথাম – আই এম সাইমন – ইংরাজী থেকে অনুবাদ- অনুবাদক বিভাবসু শাস্ত্রী। প্রাগুক্ত - পৃঃ ১১৩

[২৬]আসামের বিহু – বীরেন তালুকদার। প্রাগুক্ত - পৃঃ ১১৭

[২৭]সাদ সুক মিনসিয়েম – বেণু গোস্বামী। প্রাগুক্ত - পৃঃ ১২১

[২৮]বাঙলা পুঁথির তালিকা সমন্বয় – যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্। প্রাগুক্ত – পৃঃ ১২

[২৯]নেফার ব্যক্তিত্বা- অনুরাধা দেব। প্রাগুক্ত – পৃঃ ৫৩

[৩০]কান্ত কবির হাস্যরস – শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। প্রাগুক্ত - পৃঃ ২৩

[৩১]অসমীয়া নাটক – সত্যপ্রসাদ বরুয়া। প্রাগুক্ত - পৃঃ ৩৪

[৩২]কাব্রুতে বোধোদয় – ধ্রুব মজুমদার৷ প্রাগুক্ত - পৃঃ ৪৬

[৩৩]আধুনিক অসমীয়া কাব্যের ছন্দোবদ্ধ ও ছন্দেমুক্তি – বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত৷ প্রাগুক্ত - পৃঃ ৫৯

[৩৪]পদ্যনাথ বিদ্যাবিনোদ – রণজিৎ নাগ৷ পূর্ব ভারতী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা – পৃঃ ১১১

[৩৫]বোবা কাহিনি– সত্যেন মজুমদার, শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ, হৈমন্তী সংকলন পৃ-২

[৩৬]প্রাণের মুখোস পরে - রমানাথ ভট্টাচার্য, শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ, হৈমন্তী সংকলন পৃ-৪

[৩৭]শিলঙে শীতের প্রতিধবনি – শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ, হৈমন্তী সংকলন পৃ-৯

[৩৮]একদিন সোনালী সন্ধ্যায় –পীযূষ কান্তি ধর, শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা,বাসন্তী সংকলন পৃ-৯

[৩৯]পর্দ্দা তুলো না-রণবীর চক্রবর্তী, শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা,বাসন্তী সংকলন পৃ-১৬-১৭

[৪০]সমান্তরাল –শৈলেন সাহা, শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ,৩য় সংখ্যা,মৌসমী সংকলন পৃ-১১

[৪১]সাম্প্রতিক কাব্যের ছন্দ ও ছন্দহীনতা - বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত। শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা,বাসন্তী সংকলন পৃ-৩০

[৪২]আধুনিক কবিতাঃ মার্কিনী - সত্যেন মজুমদার। শিলঙের কবিতা, ১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা,মৌসমী সংকলন পৃ-২১